মারহাট্টা শাসনে বোম্বাই প্রদেশে এ প্রথার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। বালাজীরাও পেশোয়ার সহিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্রাধিপতি সাহু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার মহিষী স্কুর বাই স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন।

ঔকোলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী নামক স্থানে বাপুগোখ্‌লের পতিপরায়ণা কন্যা কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চিতানলে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবে শিখ জাতির মধ্যে বহু পূর্ব্বে এই প্রথার প্রচমন ছিল না। পরন্তু, এ সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ-মহারাজে উক্ত হইয়াছে যে "হে নানক! স্বামীর মৃত্যুতে চিতানলে দেহ ভস্মীভূত করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন তাঁহার ধ্যানে তদ্‌চিন্তায় তন্ময় হইয়া পূত জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেষ্ঠতম নারী ধর্ম্ম"; কিন্তু ঐ গ্রন্থ-মহারাজ অন্যত্র বলিয়াছেন "পতিব্রতা বিধবা নারী স্বামীর দেহের সহিত ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে, তবে যদি তাঁহার মন ভগবানে ঐকান্তিক লিপ্ত হয় তবে তাঁহার সকল সন্তাপ দূর হইবে"। শিখ গুরু নানক যদিও চিতাদগ্ধ বিধবা অপেক্ষা শোক দগ্ধ বিধবার অধিকতর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তথাপি তিনি সহমরণ সম্বন্ধে বিধি বা নিষেধ কিছুই বলিয়া যান নাই। আকবরের সম সাময়িব শিখ গুরু উমরদাস আদি গুরুনাথ সোহি সহমরণে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তাহাও কোন ফল বিধায়ক হয় নাই। * ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ঘটনা আমরা ইতিহাস পাঠে প্রাপ্ত হই নাই। উক্ত অব্দে ঝুড়িয়া নিবাসী সর্দ্দার রায় সিংহের মৃত্যুতে তদীয় যুবতী স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন। তাঁহার যাবজ্জীবন সরকারী বৃত্তি বা অন্য শত প্রলোভনেও তাঁহাকে এই কার্য্য

* Vide Cunningham's History of the Shiks p. 47.
Also History of the Punjab vol. I. P. 170.

হইতে নিবৃত্ত করা যায় নাই। শিখ সর্দ্দার সুচেৎ সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার তিন শত স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। পঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার সানুচর চারিজন মহিষী হাসিতে হাসিতে সহমৃতা হয়েন। রণজিৎ পুত্র খড়্গসিংহের মহিষী স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতারোহণ করেন।

মুসলমান শাসন সময়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রচারিত হইয়াছিল দেখা যায়, কিন্তু সে সকল বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে এমনও দুই একটি ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যেখানে শাসনকর্ত্তা বা কাজীকে অর্থ দিয়া সতীদাহের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে।* সাহান-সা আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধু সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে আকবর এই সংবাদ শুনিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একশত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও সতীদাহের বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।† কিন্তু এই সকল বিধি বিধানে সামাজিক এই ব্যাধির কোন প্রতিকারই সাধিত

* Vide Travels of Taveniers vol. ii pp. 211.

† Jehangir legislated for the abolition of this practice by successive ordinances. At first he comanded that no woman being mother of a family should under any circumstances be permitted however willing to immolate herself, and subsequently the prohibition was made entire when the slightest compulsion was required, whatever the assurances of the people might be. Vide Tod's History of the Rajput tribes vol. I. p. 500.

ঐ পুস্তক পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে জয়পুর প্রতিষ্ঠাতা জয়সিংহ সমগ্র রাজাবার প্রদেশে সহমরণ প্রথা ও শিশু হত্যা নিবারণার্থে বিবাহের এক নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান।

হয় নাই; পরন্তু কোনও কোনও প্রদেশে ইহার প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইরূপে যে সকল প্রদেশে সতীদাহের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান। সম্ভবতঃ এই কালোদ্ভূত নবদ্বীপ গৌরব স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের নবস্মৃতিতে এই প্রথার সমধিক গুণ কীর্ত্তিত হওয়ায় এবং অত্যাচারী বিলাসী মুসলমানের হস্ত হইতে স্ত্রীগণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে বাঙ্গালায় এই কাল হইতে এই প্রথার প্রসার বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহা দেশ-ব্যাপী হইয়া পড়ে। কথিত আছে এই কালে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও একদা একটি সতীদাহ দর্শন করিয়া সবেগে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত না হইলেও এই কালের মধ্যে যে অসংখ্য সতীদাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা স্থির নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল সংখ্যাতীত অধুনা লুপ্ত প্রায় সতী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে ও কিছুদিন পূর্ব্বেও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত সেই সমুদয় উহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে না হইতে সদাশয় ইংরাজগণের এই নিদারুণ সামাজিক রীতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হয়; কিন্তু ইংরাজরাজ তখন কেবল মাত্র এদেশে রাজত্বের সূত্রপাত করিতেছেন, তখন দেশের রীতি, নীতি লইয়া দেশের লোকের সহিত বাদানুবাদ বা তাহাদের অমতে তাঁহাদের ধর্ম্মাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই তাই ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাঁহারা কার্য্যতঃ এ বিষয়ে কোনও কিছুই করিতে পারিলেন না। তথাপি এই কালের ইতিহাসে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক সতীদাহে বাধা প্রদান ব্যাপার

একেবারে দুর্লভ নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা নগন্য; সুতরাং হিন্দুর সমাজ বক্ষে সতী চিতানল একভাবেই দাউ দাউ জ্বলিতে থাকিল, তবে সুখের মধ্যে হিন্দুগণের মধ্যে তখন হইতেই এসম্বন্ধে মতভেদ হইতেছিল, তাই তাঁহারা আশা করিলেন যে অচিরে এ সম্বন্ধে একটী কিছু উপায় অবধারিত হইবে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর মার্কুইস কর্ণওয়ালিশ সর্ব্ব প্রথম এ বিষয়ে মনযোগী হয়েন এবং ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ কোম্পানীর যাবতীয় রাজকর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ দেন যে যখনই তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ স্থানে কোনও সতীদাহের উদ্যোগ হইবে, তখনই তাঁহারা তথায় যাইয়া এবিষয়ে তাঁহাদের ঐকান্তিক অমত প্রকাশ করিবেন, কিন্তু কোন রূপে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের সংকল্পিত কার্য্যে বাধা জন্মাইবেন না। ইহাই সতীদাহের বিরুদ্ধে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক আদেশ ও চেষ্টা। পরবর্ত্তী গবর্ণর সার্ জন্ সোরএর শাসন কালে এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য হয় নাই। ইহার পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেস্‌লী গবর্ণর হইয়া ভারতবর্ষের তাৎকালিক রাজনৈতিক গোলযোগ সত্বেও এতদ্দমনে স্বতন্ত্র আইন না করিয়াই এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সরাসর বন্ধ করিয়া দিতে অভিলাষ করেন এবং এতদ্বিষয়ে তদানীন্তন সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ নিজামত আদালতের জজ মহোদয়গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু জজ্‌গণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা এই মর্ম্মে তাঁহাদের অভিমত দেন যে "যদি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যে, যে রমণী সতীদাহ সম্পন্ন করিতে যাইতেছে তাহার সহমরণ তা'ার স্বইচ্ছাকৃত কি তাহার প্রতি কোনরূপ বল প্রকাশ করা হইতেছে কিম্বা সিদ্ধি বা অপর কোনও মাদক দ্রব্যের সাহায্যে তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটাইয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করা হইতেছে,

তাহা হইলেই এই প্রথা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে, অন্যথা সরাসর এই প্রথা বন্ধ করিয়া দিলে, নবাগত ইংরাজ রাজের রাজনৈতিক বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।”

মাননীয় নিজামত আদালতের বিচারপতি মহোদয়গণের প্রাগুক্ত অভিমতানুযায়ী কোনও আইনাদি না হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথমে বিশেষ আন্দোলন করিয়া পরিশেষে কোনও কার্য্যকরী উপায় গ্রহণ না করায়, যেন গবর্ণমেণ্টের আন্দোলনকে উপহাস করিতেই সেবার সতীদাহ না কমিয়া আরও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহার পর আট বৎসর যথাক্রমে মার্কুইস কর্ণওয়ালিশ ও অস্থায়ী গবর্ণর সার্ জর্জ্ বারলোর সময়ে এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এইরূপে এই প্রথার প্রসার বর্দ্ধিত হইলে সহৃদয় রাজারও এ বিষয়ে সকরুণ দৃষ্টি স্বতই পতিত হইল এবং পরবর্ত্তী গবর্ণর লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মাননীয় নিজামত আদালতের জজ্ মহোদয়গণের প্রাগুক্ত অভিপ্রায় অনুযায়ী এক সার্কুলার বিধিবদ্ধ করিয়া যান।* এতদ্দ্বারা তিনি ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় সমস্ত বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণকে এ বিষয়ে একটু অধিকতর মনোযোগী হইতে আদেশ করেন এবং ইহাও আদেশ করেন যে, যে কেহ সতীদাহের প্রার্থনা জানাইবে তাহাকেই যেন আদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বিনা আদেশে যেন কুত্রাপি একটী ঘটনাও সংঘটিত না হয়। তিনি আদেশ করেন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সতীদাহের সংবাদ দিতে উদ্যোক্তাগণ বাধ্য এবং ম্যাজিষ্ট্রেট বা ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অবধারণ করিবেন

* Vide Boulger's Bentinck and Good old days of John Company. Page 194.

Lord William Bentinck.

The Marquis of Hastings.

যে রমণী স্বইচ্ছায় চিতারোহণ করিতে যাইতেছে কিনা এবং কোন মাদকাদি ব্যবহারে তাহাকে সম্মত করা হইয়াছে কিনা ; ও রমণীর বয়স ১৬ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কি না ; এবং ঐ কালে উক্ত নারী গর্ভবতী কি না। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যাবৎ ঐ কার্য্য সমাহিত না হইবে তাবৎ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিবেন এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ রমণীকে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহাই মহামান্য ইংরাজরাজের সতীদাহের বিপক্ষে দ্বিতীয় উদ্যোগ।

এইরূপ আইন প্রচারিত হইলেও, বস্তুতঃ তখন উহা আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই। পরন্তু, সতীদাহ বিশেষরূপেই চলিতে লাগিল ; এমন কি সেই বার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎ উহা সমগ্র ভারতে অতি ভীতিজনক রূপে বর্দ্ধিত হইল।* নিম্নবঙ্গে সে বার ৬০০ শত সতীদাহ হইল, যাহা পূর্ব্বে গড়ে দশ বৎসরে ৬০০ শত হয় নাই। মহামান্য গবর্ণমেণ্টের প্রাগুক্ত আদেশের কদর্থ করিয়া লোকে যেন আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সতীদাহে মন দিল। এই কয়েক বৎসরে সতীদাহ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ অর্থ করেন। কেহ বলেন যে কয়েকটী বিশেষ কারণ ব্যতীত সতীদাহ করিতে রাজকর্ম্মচারীগণ সম্মতি দিবেন, সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ হইতে লোকে ধরিয়া লইল যে সতীদাহ আইন সঙ্গত † পরন্তু পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া দাহ

* Vide Bentinck by C. Boulger.

† The Court of Directors of the Hon. East India Company, in a letter to the Governor-General in Council, under date, London, June 1823, thus express their opinion upon the subject of partial interference ;—"To us it appears very doubtful (and we are confirmed in this doubt by respectable authority) whether the measures, which have been already taken, have not tended,

সম্পন্ন করিবার আদেশ থাকায় আরও মনে করিল যে ইহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ; বিশেষ আভিজাত্য অভিমানী ব্যক্তিগণ, রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি থাকিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিবে বলিয়া ইহাকে আরও গৌরবাত্মক মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। *

যদি এ সম্বন্ধে কেহ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিত, তবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, "ইহা আমাদের আবহমান কালের প্রথা এবং এ বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।" †

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত সার্কুলার বিধিবদ্ধ হওয়ায় সতীদাহ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই গিয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রাগুক্ত সার্কুলালের জন্য যে সতীদাহ বাড়িয়াছিল তাহা নহে ; এতদিন কোথায় কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইত, তাহার একটা

---

rather to increase than to diminish the frequency of the practice. Such a tendency is, at least, not unnaturally ascribed to a Regulation which, prohibiting a practice only in certain cases, appears to sancion it in all others. It is to be apprehended that where the people have not previously a very enthusiastic attachment to the custom, a law which shall explain to them the cases in which it ought not to be followed, may be taken as a direction for adopting it in all others. It is, moreover, with much reluctance that we can consent to make the British Government, by a specific permission of the Suttee an ostensible party to the sacrifice ; we are averse also to the practice of making British Courts expounders and vindicators of the Hindu religion, when it leads to acts which, not less as legislators, than as Christians, we abounnate.

Vide Parliamentary Papers vol. III, p. 45.

* Vide Parliamentary Papers vol. V, p 158.

† Vide Bombay Courier, October, 1824 ; also Parliamentary papers, p 242.

নিয়মিত হিসাব না থাকায় এবং এই বৎসর হইতে এসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম হওয়ায় সমস্ত সতীদাহই হিসাবভুক্ত, হয় সুতরাং যেটা বৃদ্ধি বলিয়া প্রকাশিত হয় সেটা বৃদ্ধি নহে, পূর্ব্বের যে সংখ্যা আন্দাজি ধরা হইত, তাহাই এতদ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়। † আবার কেহ বলেন ঐ বৎসর দেশের বহুস্থানে মড়ক হওয়ায় মৃত্যু সংখ্যা তথা সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ যাহাই হউক, সতীদাহ যে দেশে অত্যন্তই চলিতে লাগিল এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, সুতরাং, গবর্ণমেণ্ট কঠোরতম আইন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া ভারতীয় সমস্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের এতদ্বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের মন্তব্যের অপকারিতা স্বীকার করিয়া এরূপ আংশিক দমন প্রথার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন, এবং এক বাক্যে উহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইলে একদিকে যেমন সতী-দাহের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, তেমনি তাঁহারাও ব্যক্তিগত ভাবে এই নিদারুণ শোকাবহ দৃশ্য দর্শনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। ‡

সদাশয় গবর্ণর মার্কুইস হেস্‌টিংস্‌ বাহাদুর এইকালে পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবিত সমাহিত করিবার বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এতদ্বারা তিনি, যুগী জাতীয় বিধবাগণের মধ্যে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত প্রথা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে সুতরাং উহা বেআইনি বলিয়া ঘোষনা করেন, এবং উক্তরূপ সহমরণকে সাধারণ-নরহত্যা পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া তদনুযায়ী শাস্তি নির্দ্দেশ করেন; ও এতদ্দমনে তিনি পুলিস্‌ ও ম্যাজি-

---

† Vide Poynder's speech pp 66-69.

‡ ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই গবর্ণমেণ্ট সার্কুলারের উত্তরে প্রায় একইরূপ রিপোর্টই প্রদান করিয়াছিলেন।

Vide Parliamentary Papers, Vol. I p. 212.

ষ্ট্রেটগণকে বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। * সতীদাহ নিবারণকল্পে সদাশয় ইংরাজরাজের ইহাই তৃতীয় উদ্যম। এই আইনেরপর পূর্ব্বরূপ সহমরণ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইলেও অন্যান্যরূপ সতীদাহ ও সহমরণ দেশে অবাধে চলিতে লাগিল। ইহাতে একদিকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তেমনি দেশের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় উহার নিবারণকল্পে মহামান্য গবর্ণর লর্ড হেষ্টিংসের বরাবর ১৮১৯ অব্দে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। † কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের এই আবেদন

---

* A Regulation prohibiting the burying of a widow alive, was promulgated, Sep. 1817 :—

1. It having been ascertained that the sastra contains no authority for a practice which has prevailed amongst the Jogee tribe in some parts of the country especially in the Dists of Tipperah of burying alive the widows of persons of that tribe, who desire to be interred with the bodies of their husbands, such practice must necessarily be regarded as a criminal offence under the general Laws and Regulations of Government.

2. The Magistrate and Police officers in every district where the practice above mentioned has been known to exist, shall be careful to make the present prohibition as publicly known as possible ; and if any person after being advised of it, shall appear to have been concerned in burying a woman alive in opposition thereto, he shall be apprehended and brought to trial for the offence before the Court of Circuit.

3. The Magistrate and Police officers are farther direcetd to use all practicable means for preventing any such illegal act ; and an attempt to commit the same, after the promulgation of these rules, though not carried completely into effect, will on conviction, be punished by the city magistrate or by the Court of Circuit according to the degree of criminality and circumstance of the case.

† Vide Sati's cry to Britain, p 84 ; also Poynder's speech p 220.

পত্রে বিশেষ কোন ফল হইল না। মহামতি গবর্ণর লর্ড ময়রা বাহাদুরের এতদ্দমনে আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও তিনি পাছে দেশের লোক ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইল ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং সেই সকল রাজনৈতিক গোলযোগ ব্যপদেশে বিলাতের লোক তাঁহার শাসন প্রণালীর ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করে এই সকল ভয়ে ভীত হইয়াই কার্য্যতঃ ঐ প্রথা সমূলে নাশ করিতে সাহসী হইলেন না *। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যকালও শেষ হইয়া আসিল এবং লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। এদিকে ভারতবন্ধু মার্কুইস হেষ্টিংশ বাহাদুর ভারত ত্যাগ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও ভারতীয় এই প্রথা নিবারণের সঙ্কল্প একদিনের জন্যও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে বিলাতের লোকের পূর্ণ সহানুভূতি না পাইলে ভারতের এই দৃঢ়মূল প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে যে দৃঢ়তা ও স্থৈর্য্য ভারতীয় গবর্ণরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন না; তাই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিলাতের বড় বড় নগরে বহু সভা সমিতি স্থাপন করিয়া এই বিষয়ে ইংরাজ জাতির তথা বৃটীশ মহাসভার সকরুণ মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১৮২৩ অব্দে বেডফোর্ড নগরে † সর্ব্ব প্রথম এ বিষয়ে এক মন্ত্রণা

---

* Sati's cry to Britain p. 93.

† Meeting at Bedford, in 1823, iu the village of Crail near Edinburgh, in 1825 and in the following places in 1827 :—

Ashbourn	East Retford	Newyork	Sutton Ashfleld
Belper	Hinckby	Newbury	Stanies
Belfast	Hinton	Northampton	York
Chester	Loughborough	Reading	* * *
Colchester	Manchester	Rochade	* * *
Derby	Melbourn	Salisbury	* * *

সভার অধিবেশন হয় ; পরে ১৮২৫ অব্দে এডিনবরার নিকট ক্রেল নামক স্থানে একটী মহতী সভা হয়, এবং পরবর্ত্তী ১৮২৭ অব্দে এই সভার উদ্যোগে বিলাতের বহুতর স্থানে বহু সভা সমিতির অধিবেশন হয়। এই সকল সভা হইতে অসংখ্য আবেদন মহাসভায় প্রেরিত হয়। সকলে এক বাক্যে ভারতের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনতি বিলম্বে উহা বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। * এদিকে লর্ড আম-

---

* Specimen of petition adopted in Manchester :—

"To the Right and Honble Lords spiritual and Temporal and the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament assembled.

The humble petition of the inhabitants of Manchester and its vicinity, adopted at public meeting convened by the Boroughrueve and constables of Manchester and held in the townhall, on the 9th of May, 1827.

Sheweth—That your petitioners have learned with the greatest regret that the burning of widows with the dead bodies of their husbands, and other customs by which human life is wantonly sacrificed, continue to be practised in varions parts of British India, with undiminished frequency, in gross violation of the law of God and of the rigts and feelings of humanity.

That it further appears to your petitioners that the existing regulation of the Satee, circulated by the Bengal Government, in one thousand eight hundred and fifteen, have rather tended to increase than to diminish the number of human sacrifices, it being understood by the Natives, that by these regulations the sanction of the ruling power is now added to the commentation of the Sastras.

That it appears from documeuts submitted to your Right Hon'ble House and since laid before the public that the practice of burning Hindu widows alive, if prohibited by Government,

হার্ষ্ট বাহাদুর ভারতের তদানীন্তন ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারস্‌দের এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন যে সতীদাহ প্রচলিত থাকায় যে অমঙ্গল রাজ্যে সংঘটিত হইতেছে তাহা দমন করিতে তদপেক্ষা সংখ্যাতীত গুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা যদি না থাকিত তবে একদিনের জন্যেও এই কুপ্রথার প্রশ্রয় আমরা কদাপি দিতাম না। * তিনি ১৮২৩ অব্দে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাহাতেও ঐরূপ আশঙ্কা জানাইয়া পরিশেষে বলেন যে তিনি ইহা আশা করেন যে বুদ্ধিমান্ হিন্দু জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তৃতি লাভ হইলে কালক্রমে এই কুপ্রথার প্রসার তাঁহাদের মধ্যে স্বতঃই কমিয়া আসিবে, তখন ইহার বিলোপ সাধন অনায়াসসাধ্য ও যুক্তি যুক্ত হইবে। তবে তিনি এক সার্কুলার জারি দ্বারা সহমরণেচ্ছু বিধবার কোনও নিকট আত্মীয় ঐ বিধবার পরিত্যক্ত শিশু পুত্র কন্যা গুলির সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ভরণ পোষণাদির সম্পূর্ণ ভার, (উপযুক্ত

---

might be effectually suppressed, without any ground of apprehension of evil consequences.

That your Petitioners deeply impressed with the obligation of the inhabitants of Britain to promote the civilizaion and improvement of their fellow-subjects in India, as expressed by the resolution of your Right Honble House in the year one thousand eight hundred and thirteen, most earnestly implore your Right Hon'ble House to adopt such measures as may be deemed most expedient and effectual for the suppression of customs so abhorrent from British character and so opposed to the welfare of our Indian possessions and thus remove the stigma which at present attaches to our national character and relieve the inhabitants of British India from this scourge.

And your petitioners will ever pray.

* Vide Boulgers Bentinck, p. 85.

আদালতে যথোপযুক্ত জামিন দিয়া) লইতে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্র কন্যাবতী বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষেধ করিয়া দেন। তথাপি ঐ বদ্ধমূল প্রথা একেবারে রহিত করিতে তিনি সাহস পান নাই।

এইরূপ শত বাক্‌বিতণ্ডা, শঙ্কা ও সন্দেহে লর্ড আমহার্ষ্ট এর কার্য্য কাল শেষ হইয়া আসিল এবং দৃঢ়মনা শক্তিধর লর্ড বেণ্টিক বাহাদুর ১৮২৮ অব্দে ভারতের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে এক মাত্র সিপাহী বিদ্রোহাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণরগণ এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই জন্য বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান ৪৯জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে এ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে ৫ জন এই প্রথায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, ১২ জন জবরদস্ত আইন না করিয়া দেশের লোককে বুঝাইয়া বন্ধ করিবার পক্ষে, এবং অবশিষ্ট ২৪ জন ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে জবরদস্ত আইন পাশ করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু সিপাহীগণের বিদ্রোহের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা সকলেই একবাক্যে বলিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে এতদিন যেটা প্রধান অন্তরায় ও ভাবনার বিষয় ছিল, সেটা এক্ষণে অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরগণের ভয় ও তজ্জনিত আপত্তি ভিত্তি শূন্য হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালী জাতিও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, তাই জনসাধারণ হইতে কোনরূপ অশান্তির আশঙ্কা বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর মনে স্থান দিলেন না। বিশেষতঃ এই সময়ে ১৮২৮ অব্দে মহামান্য নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়ভাবে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত ধর্ম্মাধিকরণের তদানীন্তন ৫ জন বিচারপতির মধ্যে একজন মাত্র কেবল

মিঃ ব্যাণ্ট সলভিন অঙ্কিত

অনুগমন

উক্ত মতের বিরোধী হইলেন, কিন্তু পর বৎসর তিনি কার্য্য হইতে অবসর লইলে যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন তিনি তাঁহার সহযোগী জজ চতুষ্টয়ের সহিত একমত হইয়া সতীদাহ রহিত করিবার পক্ষে মত দিলেন। সুতরাং এক্ষণে দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ একবাক্যে উক্ত প্রথা রহিতের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিলেন। দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের এই সহায়তা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কম কার্য্যকারী হয় নাই। এই ৫ জন জজের মধ্যে একজন এমনও মত প্রকাশ করেন যে তিনি এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্য্যায়ভূক্ত করিয়া দোষীগণের শাস্তি বিধান করিতে চাহেন। * এই কালে রামমোহন রায় † দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীগণও দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য এই প্রথার বিরুদ্ধে দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে

---

* এসম্বন্ধে Good old days of John Company by W. A. Carry Vol II, p. 196. এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

All this time while the Government. fiddled and widows burnt an intimation from one of the Judges of the old Supreme Court, to the effect that he would simply treat Suttee as murder, had completely prevented the practice in the limited tract bordered by the river Hoogly and Marhatta ditch. widows might be reduced to ashes on one side of the Circular Road but not on the other, at Garden Reach but not at Chandpalghat, at Howrah but not in the Esplanade.

† কথিত আছে রামমোহন রায় তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগৎমোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন এবং ভবিষ্যতে তন্নিবারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন "চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কানে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্য ভাণ্ড বাজিতেছে সে প্রবল ভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনে তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া

কয়েক খানি পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। তাঁহার প্রথম দুই খানি পুস্তক সহমরণ প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। প্রথমের নাম প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ"; দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।" এবং "মুগ্ধবোধচ্ছাত্র" ও "বিপ্রনাম" নামধারী দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি ১৭৫১ শকে ৩য় পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকত্রয়ের সারমর্ম্ম এই যে, সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থেই কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে। সহমরণ কাম্য-কর্ম্ম, সুতরাং উহা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসারে অকর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থত্রয়ে সহমরণাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বহুতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে।

রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীর স্বনাম ধন্য রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব, কে, সি, এস, আই স্থাপিত ধর্ম্ম সভা হইতে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তর্ক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহামান্য বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর এ বিষয়ে সুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন; এবং ইহার একমাস পরেই ১৮২৯ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে সতীদাহ প্রথা রহিত বিষয়ক এক আইন প্রকাশিত হইল। ইহা ১৮২৯ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের ১৭ আইন নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বারা স্বামীর মৃত্যুতে জীবিতা

রাখিতেছে; এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয় সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাম মোহন রায়ের জীবন চরিত" দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীর সহমরণ নিষিদ্ধ হইল ও উহা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইল ও যে কেহ অতঃপর উক্ত কার্য্যে কোনও রমণীকে সহায়তা করিবে সেই সাধারণ দণ্ড বিধির আমলে আসিবেক বলিয়া ঘোষণা করা হইল। *

সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশকে এই আইনের আমলে আনা হয়; পরে ১৮৩০ অব্দে ইহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া মাদ্রাস ও বম্বে প্রদেশে প্রযুক্ত হয়।

এইরূপে আবহমানকাল প্রচলিত একটা সামাজিক রীতি, যাহা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া ভারতের কোটি কোটী বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধাকে কবলিত করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল তাহা, শক্তিধর মহামতি লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইল।† দেশে

---

* এই আইন Regulation XVII of 1829 নামে খ্যাত; পরিশিষ্টে উহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

† আইন পাশ হইলেও দেশ হইতে এই প্রথা একেবারে তিরোহিত হইল না। তখনও এখানে ওখানে প্রকাশ্যে এবং কোথাও বা গোপনে সতীদাহ চলিতে লাগিল এবং পুলিশও এ বিষয়ে সন্ধান পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কোথাও বা সহমরণ নিবারণ করিতে পারিল কোথাও নিবারণে অক্ষম হইয়া দোষীগণকে ধরিয়া বিচারার্থ উপযুক্ত আদালতে পাঠাইয়া দিল। তদবধি আজপর্য্যন্ত এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কয়েকটি আধুনিক ঘটনামাত্র উল্লিখিত হইল।—

১। মারীপুর গ্রামের ২০ বৎসর বয়স্কা নারায়ণী নাম্নী জনৈক মহিলা সতী হয়েন উহার সহায়তা অপরাধে ৮ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, বিচারাধীন অবস্থায় ২ জন আসামী মরিয়া, যায় বক্রী কয় জনের দিল্লীর সেসান জজের বিচারে দণ্ড হয়।

Vide Civil and Military Gazette. March 30th 1906.

২। বিহার প্রদেশান্তর্গত সফরী গ্রামে চতুর্ভুজ মিছির ৮ই অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃতা হয়, উহার সহায়তা করা অপরাধে ১৩ জন অভিযুক্ত ও ৫ বৎসর হইতে ১॥ বৎসর পর্য্যন্ত অপরাধের তারতম্যানুসারে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

Vide Engli hman 17th, January 1905.

৩। বোম্বাই নগরে কমাটিপুরা গ্রামে শঙ্কর শ্যামদের মৃত্যু হইলে তদীয় যুবতী পত্নী লক্ষ্মীবাই ১৪ই জুন ১৯১৩, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বহস্তে নিজ পরিধেয় বস্ত্রে

একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সেটা ক্ষনিক উত্তেজনা মাত্র। কুত্রাপি একটি সিপাহীও তাহার কর্ণেলকে গুলি করিল না, কোথাও একটী মিসিনারী বা ম্যাজিষ্ট্রেট লাঞ্ছিত হইলেন না কিম্বা কোথাও একটী ধনাগার বা কাছারী বাটী ভস্মীভূত হইল না; কেবল উত্তেজিত জনকয়েক হিন্দু বঙ্গবাসী ও তাঁহাদের মুখপত্র হইয়া কলিকাতার ধর্ম্মসভা কিছুদিন ধরিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন

অগ্নি সংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করে। জুরীর বিচারে এই মৃত্যু এক বাক্যে আত্ম-হত্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বসুমতী ১৪ই আষাঢ়, সন ১৩২০, দ্রষ্টব্য।

৪। কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের গলীস্থ ২০ বৎসর বয়স্কা সুশীলাবালা দাসী স্বামীর মৃত্যুতে অসহ্য শোক সহিতে না পারিয়া কেরোসিন তৈলের সাহায্যে অগ্নি সংযোগে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করেন। বসুমতী, ১৪ই আষাঢ়, ১৩২০, দ্রষ্টব্য। এই বৎসর কলিকাতায় আরও ২।৩টি ঐরূপ ঘটন সংঘটিত হইয়াছিল।

৫। সম্প্রতি মইনপুরে একটি সতীদাহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং সাহায্যকারীগণ রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে ২রা শ্রাবণ ১৩২০ সালের হিতবাদী পত্রে ঐ ঘটনা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।—

"বিগত ২০শে জুন তারিখে সূর্য্যোদয়কালে মইণপুরের অন্তর্গত জারাউলি গ্রামে রামলাল নামক এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা জয়দেবী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রাতঃকালে যখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, জয়দেবী সিকি, দুয়ানী ও নানা প্রকার পুষ্প শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে গমন করেন এবং শ্মশানে উপস্থিত হইয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে এই স্থানে চিতা প্রস্তুত কর। যথা সময়ে চিতা প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণের শব সেই চিতার উপর স্থাপন করা হয়। তখন জয়দেবী সেই চিতার উপরে আরোহণ পূর্ব্বক স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করেন এবং স্বীয় অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। সতী সহমরণে যাইতে-ছেন, এই কথা প্রচারিত হইলে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি সেই শ্মশানে সমবেত হয়। তখন সতী একব্যক্তিকে কিছু ঘৃত ও ফল আনিতে বলিলেন এবং ঘৃত আনীত হইলে সেই ঘৃত চিতার উপর স্থাপন করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বরং সমবেত জনতার মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিলেন ,'যদি তুমি সত্য সত্যই সতী হও তাহা হইলে আগুণ চাহিতেছ কেন,তুমিই চিতা জ্বালিয়া

করিলেন, এবং রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র উক্ত আইনের বিপক্ষে রাজাধিরাজ চতুর্থ উইলিয়মের নিকটে বিলাতে প্রেরিত হইল; এবং তত্রস্থ প্রিভি কাউন্সেলে এ সম্বন্ধে একটী মকর্দ্দমা করিয়া দেখা হইল। ১৮৩২ অব্দে উক্ত ধর্ম্মাধিকরণে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা হইয়া হিন্দুগণের দরখাস্ত না-মঞ্জুর ও ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইল।*

দাও।" এই কথা শুনিয়া সতী মৃত স্বামীর কাণে কাণে কি কথা বলিয়া একবার উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করতালি ধ্বনি করিলেন আর সেই মুহূর্ত্তে সহসা চিতাটি একেবারে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ইহার অল্প পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের এবং তাহার সতী স্ত্রীর দেহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! দায়রার জজ ঐ রায়ে কয়েকটী বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রামলালের মৃত্যুর পর জয়দেবী একখণ্ড প্রজ্বলিত কর্পূর লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবামাত্র তাহার চক্ষুতে এক অলৌকিক জ্যোতি দেখা দিল। একটি বালিকা সেই সময় জয়দেবীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেক চেষ্টার পরও বালিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাহার পিতা জয়দেবীর কৃপা ভিক্ষা করিলে, বালিকার চৈতন্য সঞ্চার হইল। যখন জয়দেবী শ্মশানে স্বামীর অনুগমন করেন, তখন তিনি যে সকল রৌপ্য ও মুদ্রা ও পুষ্প ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিলেন তাহা শূন্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় কেহই ঐ সকল মুদ্রা বা পুষ্প ভূমিতে পড়িতে দেখে নাই। দায়রার জজ উভয় পক্ষের সাক্ষীর মুখেই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছেন।"

* As to the case in Privy Council, it was fully argued in June 1832 and after careful consideration of the arguments advanced on both sides, the petition of the Hindu appelants was dismissed and the Act of Govt of India received a formal legal ratification; with regard to this case Mr. Greville (Greville's memoirs No. 11 pp 314-15) who was clerk of the council, declared that "the court were half hearted in the matter, but practically unanimous in thinking that the Governor-General's orders could not be set aside". Vide Boulgers Bentink.

সতীদাহ রহিতের আইন হইবার পূর্ব্বে, ইংরাজ মহলে কেবল উহা করা যুক্তিযুক্ত কিনা, উহা হইলে ভারত সাম্রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়েরই আলোচনা হইত; এক্ষণে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাওয়ার পর উহারই দোষ গুণ আলোচিত হইতে লাগিল। কেহ উত্তম হইয়াছে বলিলেন, কেহ আইনের শত দোষ ও ত্রুটি প্রদর্শন করিলেন। মিঃ সোর্ নামক বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের এক বন্ধু তদীয় "নোটস্ অন্ ইণ্ডিয়া অ্যাফেয়র" নামক পুস্তকের একস্থানে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে সতীদাহ ব্যাপারে লর্ড বেন্টিঙ্ক সবিশেষ চিন্তা করিয়া আইন করেন নাই। তাঁহার উক্ত ভয়ানক প্রথা রহিত সম্বন্ধীয় আইন করিবার সময়, আইনে বিধবাগণের ভরণ পোষণের একটা বিধি ব্যবস্থা করা অবশ্য উচিত ছিল।† বাঙ্গালীগণের মধ্যেও তখন দুই ভাবের আন্দোলন চলিতেছিল। একদল যখন উক্ত আইনের বিরুদ্ধে রাজার নিকট দরখাস্ত প্রেরণ প্রভৃতি বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত, তখন অপর দল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রে রাজা রামমোহন রায়, বাবু কালীনাথ রায়, তেলেনী পাড়ার বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতার বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাণাঘাটের পতিতপাবন মল্লিক প্রভৃতি ৪১৫ জন সহৃদয় মহাত্মা ব্যতীত দেশের অন্য কোনও লোক স্বাক্ষর করেন নাই।

---

† Mr. Shore, a friend of Bentinck, writes in his "Notes on Indian affairs" to diminish the value of the regulation:—"Regarding the sati question Lord William Bentinck did not go far enough In addition to abolishing that horrible rite he should have executed some rules to provide for maintenance of widows."

এইরূপে বাঙ্গালার সমাজ বক্ষে তথা বৃটীশ শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে সতী চিতানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতের স্বাধীন এবং ইংরাজরাজের করদ ও মিত্র রাজন্যগণের অধিকৃত প্রদেশে এতদ্‌সম্বন্ধীয় কোন বিধি ব্যবস্থাই সংশাধিত হইল না। সেই সকল রাজ্যে সতীদাহ অবাধে সমভাবেই চলিতে লাগিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সতীদাহ নিবারক আইন কেবল বৃটীশ শাসিত ভারতের পক্ষে অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মাত্র $\frac{২}{৩}$ অংশ অধিবাসীর মধ্যে কার্য্যকরী হইল।

এইরূপে যে সমস্ত রাজ্যের শাসন প্রথার উপর ইংরাজরাজের প্রত্যক্ষতঃ কোনও হাত ছিল না সে সকলের মধ্যে উদয়পুর, মেওয়ার, প্রভৃতি রাজপুতনার বড় বড় হিন্দু রাজ্য উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের মধ্যে এক রাজপুত জাতির মধ্যেই এই প্রথার সবিশেষ প্রচলন ছিল। যদি কোনও রূপে এই প্রথা দমনে এই রাজপুত জাতির সহানুভূতি লাভ করা যায় তবে ভারতের অন্য সমস্ত হিন্দু রাজা যে সহজেই উক্ত মতে মত দিবেন ইহাই ইংরাজরাজ. বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আর তাই তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর ১৮৩৮ অব্দে গোপনীয় পত্রে ঐ দুই স্থানের রাজাদের এতদ্বিষয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মত জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়পুর রাজ্যের নবীন নরপতির কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত একটী সতীদাহ * ব্যাপার উপলক্ষ. করিয়া লর্ড

---

* ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের মধ্যাহ্নকালে সমগ্র উদয়পুর তোপ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং নগর বাসীগণ কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিল যে তদানীন্তন উদয়পুরাধিপতি সেই দিন প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন নাগরিকগণ মৃত মহারাণার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ ও মহারাণীগণের চিতা-রোহণ দেখিতে প্রাসাদ সম্মুখে সমবেত হইল। মহারাণার দুই প্রধানা মহিষী ও সাত জন অপ্রধানা পত্নী ছিলেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পিতৃবংশে কেহ কখন সহমরণে যায় নাই তাই

অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর উদয়পুরের বৃটীশ রেসিডেন্টকে বেসরকারীভাবে তত্রস্থ নবীন নরপতিকে এ বিষয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ঘৃণা ও অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে বলেন। উদয়পুর রাজদরবারের যে সমস্ত সামন্তগণ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজাকে ঐ কার্য্যে বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সসম্মানে উক্ত সম্মান প্রত্যাখান করিয়াছিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাজপুতনান্তর্গত কোটা রাজ্যের পলিটীক্যাল এজেণ্ট বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে নিজের দায়িত্বে কোটাধিপতিকে এই প্রথা রহিত করিবার জন্য.পীড়াপীড়ি করেন। তদুত্তরে কোটাধিপতি বলেন "বন্ধু এ প্রথা মানবের আদিম পিতামাতার

সকলে মনে করিয়াছিল যে হয়তঃ তিনিও সহমরণে আপত্তি করিবেন। কিন্তু জেনেনা মহলে এই নিদারুণ সংবাদ যাইবা মাত্র দুই মহিষী ও ছয় জন রাজপত্নী সহমৃতা হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজ দরবারস্থ সমুদয় উচ্চ কর্ম্মচারী ও রাজ আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বার বার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সহমরণে কৃতসংকল্পা হইয়া এমন একটী কার্য্য করিলেন যে সহমরণ ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনও পন্থাই রহিল না। অসূর্য্যম্পষ্যরূপা তাঁহারা কয়জনে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া,কেশ পাশ মুক্ত করিয়া দিয়া অনাবৃত মুখমণ্ডলে হরিধ্বনি করিতে করিতে সিংহদ্বারে সমবেত প্রজাগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইল যে কয়জন দেবী স্বর্গ .হইতে অবতরণ করিয়াছেন। সমবেত জনতা তাঁহাদের দেখিয়া মহারাজা কি জয়! রাণী মা কি জয়! সতীমা কি জয়! ইত্যাদি রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল; সুতরাং বাধ্য হইয়া তখন রাজ-জ্ঞাতিরা চিতা সজ্জায় ব্যস্ত হইলেন। তখন ঐ মহিষী ছয়জন সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া বাদ্যোদ্দম ও অশেষবিধ জাঁকজমকের সহিত, ধনরত্নাদি বিতরণ করিতে করিতে শশ্মানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আসিয়া মহারাণার শব পরিবেষ্টন করিয়া ছয়জনে উপবেশন করিলেন। মহারাণা অপুত্রক বিধায় তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র বর্ত্তমান নবীন মহারাণা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির পর চিতায় অগ্নি সমর্পন্ করিলেন এবং দেখিতে ,দখিতে চিতানল মৃত ও জীবিত এক সঙ্গে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

Vide Quarterly Review vol 89 pp. 257.

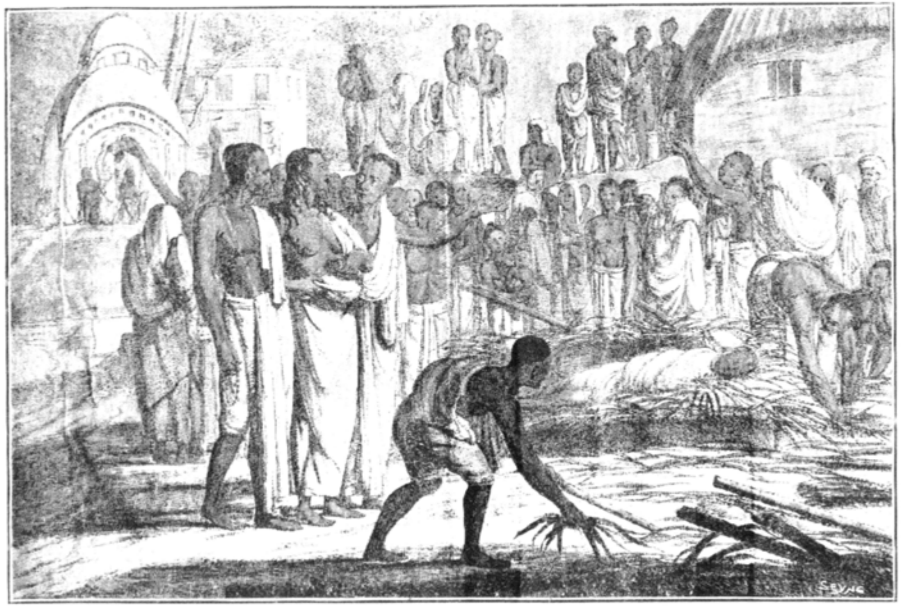

মিঃ ব্যাল্ট সলভিন অঙ্কিত

সহমরণ

সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতিতে, বিশেষতঃ রাজপুত জাতির মধ্যে ইহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। রাজপুতানায় যে কোন রাজার মৃত্যু হইলে রাণীরা শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, আত্মীয় স্বজনের শত চেষ্টা বিফল করিয়া স্বেচ্ছায় পতি চিতানলে দেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। এই দৈব, পবিত্র বিধি রোধ করা মানবের সাধ্যাতীত।" * যাহা হউক এজেণ্ট বাহাদুরের আন্তরিক আগ্রহে পরিশেষে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে এই প্রথা রহিত করিতে চেষ্টা করিবেন স্বীকার করেন। ইহারই কয়েক দিনের মধ্যে ২৯শে অক্টোবর তারিখে কোটায় একটি সতীদাহ সংঘটিত হয়। লক্ষ্মণ নামক এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী সহমরণার্থ সংকল্প করিয়া রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইহারই কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজা পলিটীক্যাল এজেণ্টের নিকট সতীদাহ দমনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তাই সকলে সোৎসুকে রাজা কি করেন দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে অস্বীকার করিলেন। রাজ্যের প্রধান শান্তি রক্ষক যাইয়া অশেষ বিশেষে স্ত্রীলোকটীকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন এমন কি তাঁহার ভরণ পোষণের ভার সরকার হইতে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সতী বলিলেন "যে আমার অন্ন বস্ত্রের অভাব কি, আমার শত আত্মীয় আছে, সকলেই আমাকে ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম; আর পুত্র, সে চিন্তা করিবার বা আমার অবর্ত্তমানে তাঁহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কে তাহাকে লালন পালন করিবে তাহা ভাবিবার

* Vide Quarterly Review Vol. 89. 1851. Article I by H. H. Wilson M. A. F. R. S.

আমার আর সময় নাই; আমার প্রভুর সহিত মিলিত হইবার বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আপনারা অনুমতি করুন, আমি চিতারোহণ করিয়া জ্বালা জুড়াই।” কিন্তু ইহাতেও কেহ সম্মত না হইয়া সকলে তাঁহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া রাখিলেন।* রাজ্যের মন্ত্রীরা যাইয়া পলিটিক্যাল এজেন্টকে বলিলেন যে সেই ঘরের তালা অপনা হইতে খুলিয়া গিয়াছে ও সতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তাঁহাকে বাধা দেওয়া ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইবে। এই যুক্তির বলে তাঁহারা সতী হইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু, এজেন্ট বাহাদুরের দূত আসিয়া সতীকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইয়া নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক চিতা সজ্জায় অনুমতি দিলেন। দেখিতে দেখিতে ভারে ভারে কাষ্ঠ, ঘৃত, ধূপ, ধুনা, চন্দনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলে সাজ সজ্জা করিয়া নদীতীরে শ্মশান ঘাটে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। এই কালে রেসিডেণ্ট পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করিয়া সতীকে নিরস্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা সতীকে ঘৃত ও কর্পূর অনুলিপ্ত করিতেছে। দূত আসিয়া সতীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে সমবেত জনমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং সতীকে লইয়া রাজ প্রাসাদে যাইয়া তার স্বরে মহারাজকে এজেন্টের পৌনঃপুনিক এই রূপ বাধা প্রদান হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে ও যাহাতে আর কখনও তাহাদের এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা সকল ভোগ করিতে না হয় তাহারই ব্যবস্থা

* এদেশের প্রথা এই ছিল যে যথার্থ সতী কিনা পরীক্ষা করিতে হইলে তাহাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করা হইত। যদি সেই ঘরের তালা আপনি খুলিয়া পড়িত আর সতী বাহিরে আসিতেন তবে তিনিই যথার্থই সতী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

করিতে কাতর নিবেদন জানাইল। দূতও সাহসে ভর করিয়া এই উত্তেজিত জন সঙ্ঘের সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও কাতর কণ্ঠে রাজাকে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "যে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানের অভিপ্রায় জানা হইয়া গিয়াছে এক্ষণে নিষেধ করিলে রাজ্য নাশ হইবে"। তখন রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নিরপেক্ষতা জ্ঞাপন করিলেন; আর জয়ী জনতা দূতকে শাসাইয়া মহানন্দে সতীকে লইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। শ্মশানে রাজ প্রাসাদ হইতে দূত আসিয়া সতীকে কৌষেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপহার দিল। সতী সেই সকলে সজ্জিত হইয়া চিতারোহণ করিয়া নিজদেহ স্বামীর দেহের সহিত ভস্মীভূত করিলেন।

এইরূপে মহামান্য এজেণ্ট বাহাদুরের চেষ্টাতো বিফল হইলই, অধিকন্তু তিনি স্বীয় দায়ীত্বে এইরূপ বিপদ জনক বাধা ও মিত্র রাজ্যে অপ্রত্যাশিত গোলযোগ উৎপাদনের নিমিত্ত স্বীয় প্রভু বৃটীশ রাজের নিকট বিশেষরূপ তিরস্কৃত হইলেন। কোটার এজেণ্টের এই ব্যর্থ প্রয়াস ও তজ্জনিত রাজনৈতিক গোলযোগের আশঙ্কা বৃটিশ রাজকে মিত্র ও করদ রাজ্যে সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং এজেণ্টগণের উপর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে বিশিষ্ট আদেশ প্রদত্ত হইল। তাঁহারা এবিষয়ে এই কালে এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের এজেণ্ট এ বিষয়ে নীজাম বাহাদুরের সম্মতি পাইয়া উহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন করিয়া লইতে চাহিলেও লর্ড এলেনবরা তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

এইরূপ গোলযোগের মধ্যেই জয়পুর রাজ্যের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট ও নাবালক জয়পুরাধিপতির অভিভাবক, মেজর লাডলো এই বিষয়ে

হস্তার্পণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের সাহায্যে উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন এবং এই বিষয়ে জয়পুর রাজগুরুর সাহায্যপ্রার্থী হ'ন। রাজগুরু মনুতে এই প্রথার উল্লেখ নাই বলিয়া ইহাকে হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য নহে বলিয়া মত প্রচার করেন। মেজর লাডলো জয়পুর রাজ দরবারের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকায় অন্যান্য রেসিডেণ্ট অপেক্ষা রাজ্য মধ্যে তাঁহার শক্তি অসীম ছিল ও রাজসংসারেও তাঁহার প্রতিপত্তি বিশেষ রূপ ছিল। এক্ষণে রাজগুরুর সহায়তা লাভ করিয়া তিনি উক্ত প্রথা দমনে সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। জয়পুর রাজদরবারের সকল সভ্যই ভালবাসায় বা খাতিরে একে একে তাঁহার মতেই মত দিলেন এবং জয়পুর রাজের অধীনস্থ তিনটি সামন্ত রাজা এবং জয়পুরের সন্নিহিত অন্যান্য রাজাগণ সকলেই স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ স্থান সকলে এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করিয়া দিলেন। কেবল জয়পুর-রাজ তখন নিতান্ত বালক বিধায় এ প্রকার একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার সহী গ্রহণ করা হইল না। জয়পুর রাজ দরবারস্থ অন্যান্য রাজার মোক্তারগণ নিজ নিজ দরবারে এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মেজর লাডলো আরও দুই তিন জন অপর রেসিডেণ্টকে এ বিষয়ের সমস্ত কাগজ পত্র ও সহী যাহা এতাবত সংগৃহিত হইয়াছিল তাহা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু, লাডলোর উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীগণ এ বিষয় অবগত হইয়া ঐ সকল কাগজপত্র ও নথী সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে লাডলো এক দিকে যেমন অপদস্থ হইলেন তেমনি তাঁহার মনোকষ্টের সীমা রহিল না। এদিকে কিন্তু জয়পুর রাজ্যের এই ব্যাপারে সমস্ত করদ ও মিত্র রাজগণের দরবারে এ বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল; এবং অনেকগুলি রাজ্য এই বিষয়ে আগ্রহের সহিত যোগ দিল, আর

কতকগুলি কিছুই করিল না। যখন একবৎসর ধরিয়া আন্দোলন চলিলেও কুত্রাপি কোন রাজনৈতিক গোলযোগের কোন কারণ ঘটিল না, বা কোন করদ বা মিত্র রাজ দরবার এই সম্বন্ধে কোন প্রতিকুল মত প্রকাশ করিলেন না তখন বৃটীশ রাজ তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত করদ ও মিত্র রাজগণকে এক সাকুলার জারি দ্বারা ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই যেন নিজ নিজ রাজ্যে এই মর্ম্মে আইন বিধি বদ্ধ করেন যে বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ নহে কিন্তু ঐ কার্য্যে যাহারা সহায়তা করিবে তাহারা সকলেই দণ্ডার্হ হইবে।

এই সার্কুলার জারির সময় হইতেও আট মাস চলিয়া গেল তথাপি কোথাও এ সম্বন্ধে একটু বিরুদ্ধ আলোচনাও হইল না। তখন ১৮৪৬ অব্দের ২৩ আগষ্ট তারিখে ভারতের শক্তিশালী স্বাধীন নরপতিগণের শীর্ষ স্থানীয় জয়পুর দরবার এ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদ্বারা জয়পুর রাজ্য মধ্যে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হইল ও ঐ কার্য্যের সহায়তা কারীগণকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর তখন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহামতি লাডলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন, এবং ১৮১৬ অব্দের ২২ সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে জয়পুরের এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্যে জয়পুর দরবার ও লাডলোকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইহার ফল এত সন্তোষজনক হইল যে ঐ বৎসর বড়দিন পর্ব্বের পূর্ব্বেই মহামান্য হার্ডিঞ্জ বাহাদুর আঠারটি রাজপুত রাজ্যের মধ্যে এগারটীতে এবং ষোলটী স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে পাচটীতে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের ¾ অংশের উপর হইতেও সতীদাহ প্রথা নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং পরবর্ত্তী বর্ষের মধ্যে গোয়ালিয়র প্রমুখ ভারতের সমস্ত করদ, মিত্র

ও স্বাধীন রাজাগণ একে একে এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদিনে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে সতী চিতানল নির্ব্বাপিত হইল।

দেশান্তরে সতীপ্রথা

প্রকৃত যাহা সহমরণ তাহা প্রাণের ব্যাপার। উহা স্বামী স্ত্রীর অকপট প্রণয় হইতে সমুদ্ভূত। সুতরাং উহা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করেনা বা কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না; উহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে। এই যে সেদিন * দৈবদুর্ঘটনাতে "টিটানিক" জাহাজ জলমগ্ন হইলে জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য পুরুষগণ শত চেষ্টাতেও কতকগুলি ইউরোপীয় সাধ্বী রমণীকে সুযোগ থাকিতেও তাঁহাদের স্বামীর পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "জীবনতরীতে" নামাইতে সক্ষম হইলেন না; তাঁহারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে জীবন্ তরীতে উঠাইয়া দিয়া নিজেরা মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্রুব মৃত্যু জানিয়াও প্রাণপতিম স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাসিতে হাসিতে আটলান্টিকের অনন্ত, অসীম জলরাশির অতলতলে নিমগ্ন হইলেন—তাহাকে সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিব?

ইউরোপ

---

* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল তারিখে প্রায় মধ্যরাত্রিতে টিটানিক জলমগ্ন হয়।

আবার সেদিন জাপান সম্রাট মহামান্য মৎস্থহিতের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইতে না হইতে প্রভুভক্ত বীরচূড়ামণি পোর্ট-আর্থার-বিজয়ী বীর নোগী যে পরজীবনে প্রাণপতিম প্রভুর সহিত সত্বর মিলন বাসনায় স্বহস্তে স্বীয়জীবন নাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরানুরক্তা স্ত্রী, প্রাণাধিক প্রিয়পতির সহিত সত্বর মিলিত হইবার আশায় আত্মনাশ করিলেন,—এদুটী ঘটনাকেও সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিব? আবার এই যে এখান ওখান হইতে প্রায়শঃ সংবাদ পাই যে, পীড়িত স্বামীর আসন্নমৃত্যু আশঙ্কায় বা মৃত্যুতে তদীয় অনুরক্তা স্ত্রী স্বীয় জীবননাশে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বা কোনও রূপে জীবন নাশ করিয়াছেন, ইহাকেও সহমরণ ব্যতীত আর কি বলিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম যে সহমরণ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে না। উহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সকল জাতির মধ্যে কথনও না কথনও কোনও না কোনও আকারে সংঘটীত হইয়াছে ও হইতেছে।

জাপান

অনেকে অনুমান করেন সতীদাহ প্রথা সর্ব্বপ্রথম সিথিয়ান্সদের * মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রথমে আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ পরে ব্রাহ্মণগণ ও তৎপরে ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল গ্রহণ করিয়াছেন। সিথিয়ান্সদের পরজীবনের প্রতি বিশ্বাস অত্যাধিক। তাহারা বিশ্বাস করে যে দেহীর ন্যায় তদীয় পরলোকগত আত্মাও ভোগবিলাসে রত হয়; সুতরাং

সিথিয়ান্স

* When the Greeks began to settle the north coast of Black Sea about the middle of the 7th Century B. C., they found the South Russian steppe in the hands of a nomadic race, whom they called Sythians.

Vide, Encyclopœdia Britanica.

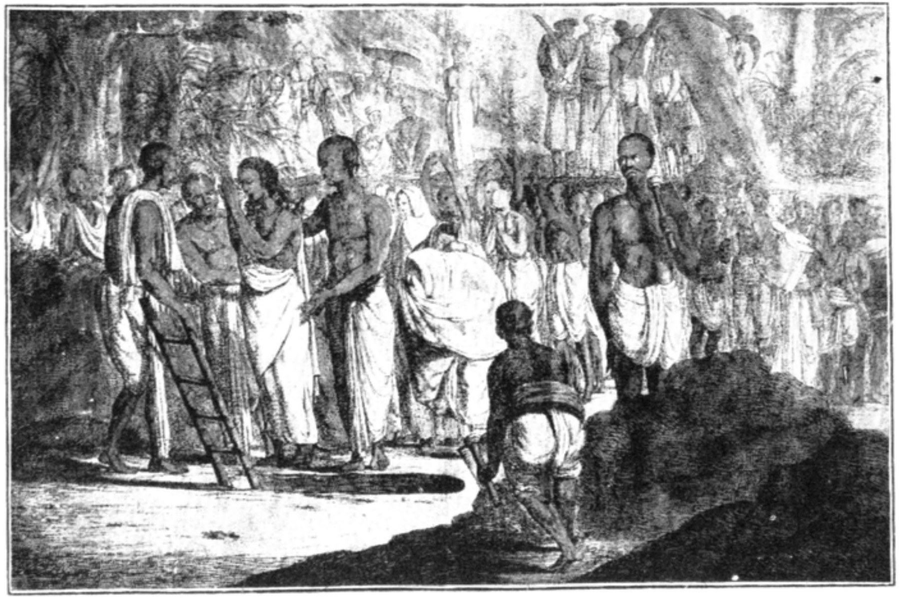

মিঃ ব্যাণ্ট সলভিন্ অঙ্কিত

সতী সমাধি—যুগীদের প্রথা

তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত ভোগবিলাসের উপকরণ সমস্তই তাহার উদ্দেশে দেওয়া উচিত। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অবস্থানুযায়ী ভোগবিলাসের উপকরণাদি ও তাহার আত্মার সেবার জন্য স্ত্রী ও দাসদাসী প্রভৃতি তাহার মৃতদেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিত। ইহাদের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার চিতানলে বহুতর দ্রব্যাদির সহিত তাঁহার মহিষীগণকে এবং দাস, দাসী, পাচক, সহিস প্রভৃতি বহুতর নরনারীকে জীবিত দগ্ধ করিত।† সিথিয়ান্সদের এই প্রথা বহুল পরিমাণে আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দানপ্রথাও মৃতাত্মার প্রীত্যর্থে হইয়া থাকে। প্রচলিত সতীদাহের উদ্দেশ্যও ছিল মৃতের তৃপ্তিসাধন। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে বৃথা দ্রৌপদীর সাহচর্য্যলাভ করিতে যাইয়া মধ্যম পাণ্ডবের হস্তে বিরাট রাজশ্যালক কীচক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে পরদিবস প্রভাতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কীচকের ভ্রাতাগণ মৃত সহোদরের প্রেতাত্মার তৃপ্তিবিধান জন্য প্রচ্ছন্নবেশা দ্রৌপদী দেবীকে বন্ধন করিয়া আনিয়া কীচকের সহিত এক জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় আমরা প্রাগুক্ত বিষয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি।*

এইরূপে হিন্দুর নানা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে শত শত ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া মৃতাত্মার তৃপ্তির জন্য ক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করায় বহু উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

---

† Vide, Balfour's Cyclopœdia Article Sati.
Also Herod IV. 71.

* মহাভারত বিরাটপর্ব্ব উপকীচক বধ নামক—ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর্চিপ্লেগোর অন্তর্গত বালী ও লম্বক নামক স্থানদ্বয়ে অদ্যাপি বহুতর ব্রাহ্মণের বসতি আছে ও তাঁহাদের মধ্যে আজিও সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে সাধারণতঃ স্বামীর মৃত্যুর পর কিরীচের আঘাতে স্ত্রী এবং স্থানবিশেষে তাঁহার সহচরী বৃন্দকেও হত্যা করা হয়, এবং কোনও কোনও স্থলে দগ্ধ করিবার প্রথাও দৃষ্ট হয়। তবে রাজার মৃত্যুতে চিতাসজ্জা করিয়া সমস্ত ভস্মীভূত করাই প্রথা। এস্থলে মৃতের চিতাপার্শ্বে একটী উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী এই মঞ্চে উঠিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিতা হইবার নিমিত্ত, কতিপয় ক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করেন। পরে, স্বামীর চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সতী ঐ স্থান হইতে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক স্বামী চিতানলে আত্মদেহ ভস্মীভূত করেন। কেবল পুরোহিতগণের স্ত্রীদের সহমরণ নিষিদ্ধ। "কে" সাক্ষরিত একজন সাহেব এখানকার কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অম্পোনন নগরে গাস্তি নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুতে তদীয় এক স্ত্রীর সহমরণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "গাস্তির তিন স্ত্রী তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা যুবতী ও অত্যন্ত রূপবতী ছিল তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। গাস্তির মৃত্যুতে কনিষ্ঠাই সহমৃতা হয়েন। মৃত্যুর পরদিবস সতী স্নান করিয়া খুব জাঁকাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া উপাসনা ও আমোদ আহ্লাদে সেদিন কাটাইয়া দিল। ইতিমধ্যে আত্মীয়েরা, তাহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে তিনহাত লম্বা ও দুইহাত উচ্চ দুইটী বাঁশ ও কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মান্ করিল। তাহার একটীর নিম্নে রক্ত ও জল জমিবার জন্য একটী গর্ত্ত কাটিল ও অপরটীর পার্শ্বে একটী কুঠারি মত ঘেরা মঞ্চ নির্ম্মান করিল। পরদিন বেলা চারিটার সময়ে মৃতদেহ এই মঞ্চে আনয়ন করা হইল, এবং পুরোহিত তাহার দেহ হইতে আবরণ বস্ত্র অপ-

আর্চিপ্লেগো

সারিত করিলে দুইজন আত্মীয় দেহের গোপনীয় স্থান হস্তদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিল এবং অপরেরা জল দ্বারা ঐ দেহ উত্তমরূপে ধৌত করিল। পরে সকলে নানাপ্রকারে মৃতদেহের বেশবিন্যাস করিয়া দিয়া চাঁপা, ক্যানেঙ্গা প্রভৃতি পুষ্পে ঐ দেহ সজ্জিত করিয়া দিল। পুরোহিত একটী রূপার বাটীতে "কর" নামক মন্ত্রপূত জল পূর্ণ করিল ও তাহাতে কয়েকটী পুষ্প রাখিয়া ঐ পুষ্পের সাহায্যে নানারূপ ভঙ্গিতে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঐ মন্ত্রোপূত বারি প্রথমে কয়েকবার মৃতদেহে সিঞ্চন করিয়া পরে একখানি শ্বেতবর্ণের জালের মধ্য দিয়া সমস্তটুকু মৃতদেহে ঢালিয়া দিল ও পরে সর্ব্বদেহে চাউলের গুড়া ও কুটিত পুষ্প বিলেপন করিয়া দিল। এইবার নানা পুষ্পমাল্য বিভূষিত হইয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া, বহু রমণী পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রীতিশূন্যা সৌম্যমূর্ত্তি সতী, ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া ঐ মঞ্চে আরোহন করিলেন এবং তাঁহার হস্তদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া মৃতস্বামীর স্বর্গোদ্দেশে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে একে একে, এক একটী ফুলের তোড়া প্রদান করিলেন। সতীও তাঁহার অঙ্গুলির মধ্যে ঐগুলি স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তকের উপর এক একবার হস্তোত্তলন করিয়া ঐগুলি প্রত্যেককে প্রত্যার্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েকবার পুষ্পাদি আদানপ্রদানের পর সমবেত স্ত্রীলোকেরা সতীকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সতী আর একবার প্রার্থনা করিয়া স্বামীর মৃতদেহের মস্তক, বুক, নাভীদেশ, জানু এবং পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া মঞ্চোপরি ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এইবার তাঁহার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক সকল উন্মোচিত হইল এবং সতী স্বীয় হস্তদ্বয় আড়াআড়িভাবে স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং দুইজন রমণী তাঁহাকে হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিলেন। এইবার তাঁহার একটী জ্ঞাতি ভ্রাতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি স্বইচ্ছায়

সহমৃতা হইতে প্রস্তুত আছেন কিনা? তদুত্তরে সতী তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ঐ ভ্রাতা, সতীকে এইরূপে কিরীচ বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং এইবার কিরীচ গ্রহণ করিয়া ধীর ভাবে সতীর বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিল ও কিরীচ ফেলিয়া দিয়া দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।* এইবার একজন বলিষ্ঠ আত্মীয় আসিয়া দৃঢ় হস্তে কিরীচ ধরিয়া তাহার বক্ষস্থলে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। সতী যন্ত্রনাব্যঞ্জক কোনও শব্দটী না করিয়া সেখানে পড়িয়া গেলেন; এবং তখন কয়েকটী আত্মীয় শীঘ্র শীঘ্র রক্ত মক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবার জন্য সবলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ডলিতে লাগিল ও ইহাতেও তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে পুনরায় আর একটী কিরীচের আঘাত করিয়া তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল।† তৎপরে সকলে ঐ সতীদেহ আনিয়া স্বামীর দেহ পার্শ্বে রক্ষা করিল ও উভয় দেহই দ্বিতীয় মঞ্চে লইয়া গিয়া, স্বামীর মৃত দেহের ন্যায় সতীর মৃত দেহেরও স্নান, সজ্জাদি করাইয়া উভয় দেহই ধূপ, ধূনা, রজন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের দ্বারা আবৃত করিয়া, শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, অস্থায়ী মঞ্চ গৃহে স্থাপিত করিল এবং সকলে মিলিয়া ঐ মঞ্চ গৃহে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক উভয় দেহ একত্রে ভস্মীভূত করিল।

---

* কোনও নিকটতম আত্মীয় বা জ্ঞাতী ভ্রাতাই প্রথমে কিরীচ দ্বারা আঘাত করেন, ইহাই এতদ্দেশের প্রথা। নিজ পিতা বা পুত্র দ্বারা নিহত হইবার প্রথা নাই।

† সময়ে সময়ে এই ব্যাপার আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। মিঃ "কে" বলেন তিনি একদা একটী নারীকে আটস্থানে কিরীচ বিদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত না হওয়ায় ক্ষীণ কণ্ঠে ঐ সতী বলিয়াছিলেন, "হে দুর্বৃত্তগণ তোমরা কি এক আঘাতে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পার না"? এই বাক্যে এক জন গার্শ্বস্থ এক কোপে ঐ সতীদেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল।

লম্বক দ্বীপবাসী গণের ন্যায় থেসিয়া দিগের মধ্যেও সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহারা সাধারণতঃ বহু বিবাহ করিত। এই সকল বিবাহিতা রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীই কেবল স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিত হইবার উচ্চ সম্মান ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন ও কোনও নিকট আত্মীয় দ্বারা স্বামীর সমাধির উপর নিহত হইয়া স্বামীর সহিত সমাধিস্থ হইতেন।*

চীন

চীনদেশের অনেকস্থানে অদ্যাপি এই প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমেই ইহার বিলোপ সাধন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রীগণের বলিয়া নহে ঐ সঙ্গে তাঁহার বহু অনুচরেরও প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী হইত।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট ছুন-ত-ছুর মৃত্যু হইলে, পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য একশত রাজানুচরকে বধ করা হইয়াছিল। সম্রাটের রাত্রিকালে মৃত্যু হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে নবীন সম্রাট কি-আং-হি সিংহাসনারোহন করিলে পর, মৃত সম্রাটের দেহ শবাধারে রক্ষিত হইয়া, অদৃষ্টপুর্ব্ব জাঁক জমকে শত অনুচরের শবের সহিত সমাধিস্থ হইয়াছিল। কথিত আছে, মৃত সম্রাটের জননী, সম্রাটের এক বন্ধুকে সম্রাটের মৃত্যুর পর দিন জীবিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ত্বরায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৃত পুত্রের নিকট যাইতে তাঁহাকে আদেশ করেন। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইতে যাইলে, তাঁহারা তাঁহাকে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষার্থ উপদেশ দিলেন। এদিকে তাঁহার রাজবাটীতে উপস্থিত

*Herod. V. 5.

হইয়া প্রাণ ত্যাগে বিলম্ব দেখিয়া রাজমাতা, জনৈক রাজকর্ম্মচারীকে দিয়া চীনদেশের প্রথানুযায়ী * তাঁহার নিকট একটী বাক্সে একগাছি রেশমী দড়ি ও কিছু অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ রাজবন্ধুটী, মৃত বন্ধুর সান্নিধ্য অপেক্ষা জীবিত আত্মীয়গণের সহবাস অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া প্রাণ-ত্যাগে ইতস্ততঃ করিলে সমাগত রাজকর্ম্মচারী তাহাকে অনতিবিলম্বে মৃত সম্রাটের নিকট যাইবার সুপরামর্শ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণের মমতা না কমিলে তিনি স্বহস্তে উক্ত রাজবন্ধুকে তৎক্ষণাৎ রাজ সমীপে যাইতে সাহায্য করিলেন। কেননা, তাঁহার প্রতি রাজমাতার ঐরূপ আদেশ ছিল। এইরূপে শত অনুচরকে বধ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের সহিত সম্রাটের শবাধার উপযুক্ত সমারোহে পিকিং হইতে চব্বিশলিগ উত্তরে মাঞ্চুরিয়ায় লইয়া যাইয়া বহু সম্মানে তথায় সমাহিত করা হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ফাদার স্যাল নামক জনৈক ইংরাজ, তাঁহার ইউরোপবাসী কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে এই চব্বিশ বর্ষ বয়স্ক যুবা সম্রাট তাঁহার সপ্তদশ বর্ষব্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে, একদিনও আমাকে করুণা ও শ্রদ্ধা দেখাইতে কৃপনতা করেন নাই; সুতরাং, ইঁহার মৃত্যুতে আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইব ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই বুদ্ধিমান শক্তিধর সম্রাট, তাঁহার অল্পকাল ব্যাপি রাজত্বের মধ্যে আমার পরামর্শে চীন রাজ্যের বহুতর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও এই রূপে তাঁহার অকাল মৃত্যু না হইলে বোধহয় আরও বহুতর কল্যাণ সাধিত হইত।

আর একজন ইংরাজ ফু-ফু-ফু নামক স্থানে দৃষ্ট আর একটী সহমরণের

---

* চীনদেশে কোনও উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী বা রাজ-জ্ঞাতির উপর রাজকোপ পতিত হইলে, তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া প্রাণান্ত না করিয়া তাহার নিকট গোপনে একটী বাক্স প্রেরণ করিবার প্রথা আছে। ঐ বাক্সে কিছু উপহারের সহিত একগাছি মজবুত রেশমি দড়ি পাঠান হয়। ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, মহামান্য সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু আদেশ প্রচারিত হইয়াছে এবং ঐ প্রেরিত রজ্জুর সাহায্যে তিনি যেন অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ;—"এক দিন দেখি যে, আমার বাসার সম্মুখে এক মহাজনতা মহা উৎসাহে ও জাঁক জমকে চলিতেছে। তাঁহাদের সহিত বহুতর বাজনা ও সং, সারি দিয়া চলিয়াছে, আর সর্ব্ব শেষে এক-খানি চতুর্দ্দোলে একটি চীন দেশীয় অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী বিবাহের সাজে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। কেবল তাঁহার মুখ খানি বিবাহের কন্যার ন্যায় ঢাকা না হইয়া অনাবৃত ছিল। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, যুবতীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তাই তিনি সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া, গ্রামবাসী গণের নিকট চির বিদায় লইতে এইরূপে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এত জাঁক জমকের কারণ জিজ্ঞাসায় শুনিলাম, স্বর্গে স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে তাই প্রথম মিলনের ন্যায় এ মিলনেও জাঁকজমক করা এখানকার প্রথা। সে দিন ১৬ই জানুয়ারী, আমি ও আমার একবন্ধু দুজনে নান্‌টে * নামক স্থানে গেলাম। দেখিলাম সেখানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি কেবল অগণিত নর মুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। দেখিলাম সতীর তঞ্জাম ইতিপুর্ব্বেই সেখানে আনা হইয়াছে। সম্মুখে দুইটী মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী অপেক্ষাকৃত নিম্নে তাহাতে একখানি টেবিল, ও অপরটী কিছু উচ্চ, তাহাতে দুইদিকে দুইটা উচ্চ খুঁটিতে একটী আড় বাঁধা ও উহা হইতে একগাছি রেশমী রজ্জু প্রলম্বিত। ঐ রজ্জুর শেষপ্রান্তে একটী ফাঁশ ও তাহাতে একখানি রুমাল বাঁধা ও ঐ ফাঁশ লাগাইল পাইবার জন্য তন্নিম্নে একখানি চেয়ার সংস্থাপিত। এই মঞ্চ দুইটীর উপর একটী কৃষ্ণবর্ণের চন্দ্রাতপ খাটান রহিয়াছে। নীচের মেজের চতুঃপার্শ্বে সতীর আত্মীয় স্বজনগণ বসিয়া রহিয়াছেন ও একজন চীনরাজকর্ম্মচারীও তথায় উপবিষ্ট আছেন। পূর্ব্বে

* Nantae is the seat of foreign Settlement and southern suburb of Fu-Chu-Fu.

এইরূপ ঘটনায় দুইজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতেন। কোনও সময়ে শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ায় সহমরণ ঘটিতে পারে নাই, তদবধি এরূপস্থলে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী না আসিয়া একজন নিম্নতন কর্ম্মচারী আসিয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক সেদিন এই অসংখ্য নরশ্রেণীর মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা স্থির শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া ছিলাম ঐ সতীর, তিনি কেমন সংযতভাবে হাসিয়া হাসিয়া আহার করিলেন যেন সত্যই সম্মুখে তাঁহার বিবাহ বাসর ও তিনি বিবাহ ভোজে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে তিনি সকলকে প্রণাম করিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ও নিজহস্তে চতুর্দ্দিকে চাল ছড়াইয়া দিয়া তাঁহার ভ্রাতার হস্তধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে উচ্চমঞ্চে ফাঁসীর নিম্নে উপস্থিত হইয়া উক্ত রজ্জুপ্রান্তস্থিত ফাঁশ ধরিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফাঁশটী কিছু অধিক উচ্চ হওয়ায় তিনি উহা লাগাইতে পারিলেন না। তাই তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে উঁচু করিয়া ধরিলেন। তিনি স্বহস্তে ঐ ফাঁসী টানিয়া গলায় পরিলেন ও ফাঁসের গোড়াটী পিছনে টানিয়া দিয়া রাঙ্গা রুমাল দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিলেন ও ভাইকে ইঙ্গিতে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ভাই ছাড়িয়া দিলে সেই সতী-দেহ শূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝুলিতে লাগিল ও তিনি হাতে তালি দিতে লাগিলেন। এই সময়ে চতুর্দ্দিকে জনকোলাহল কমিয়া গেলে। সকলের দৃষ্টিই সতীর দিকে। দেখিতে দেখিতে, হাত তালি থামিয়া গেল ও হাতদুখানি পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল ও সব শেষ হইল। অতঃপর প্রায় পনের মিনিট পরে সতীদেহ রজ্জু কাটিয়া ভূমিতে নামান হইল ও ঐ রজ্জুর অতি সামান্য অংশ পাইবার জন্য জনতার মধ্যে যে আগ্রহ ও হুড়াহুড়ী পড়িয়া গেল তাহা অবর্ণনীয়। অতঃপর সতীদেহ পুনরায় তঞ্জামে করিয়া শত হস্ত দূরস্থিত মন্দিরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিতে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল।

সতীদাহ

শ্রীযুক্ত কুমার নাথ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

জাতিভেদে প্রকারভেদ

দেশ ভেদে যেমন সহমরণের প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইত, তেমনি আবার একই দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথার প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হইত। কেহ মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণান্ত করিত, কেহ মৃত স্বামীর দেহের সহিত সমাহিত হইত, কেহবা অন্যরূপে জীবন নাশ করিত। এইরূপে নানামতে মৃত পতির সহিত সহমৃতা হইবার প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

সাধারণতঃ অন্তিম দশায় চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা দিলেই সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেন।

সাধারণ প্রথা

কোনও স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোনও সাধ্বী স্ত্রী, আসন্ন-মৃত্যু প্রাণাধিকপ্রিয় পতিকে অন্তিমকালে বৃথা ক্লেশ দিয়া গঙ্গা-যাত্রা করিতে দেন নাই, কেননা তাঁহার বিশ্বাস যে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি যখন অনতি বিলম্বেই সহমৃতা হইবেন তখন তাঁহার সেই পুণ্যকর কার্য্যে স্বামীর সদগতি অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে গঙ্গাযাত্রা

করিয়া ক্লেশ দেওয়া অনর্থক। যদি তিনি সহমৃতা না হইতেন তবে বটে তাঁহার পতির উদ্ধারার্থে পতিত পাবনি, কলুষ নাশিনী, সন্ত পাপসংহন্ত্রী সুরধুনীর সাহায্য প্রয়োজন হইত! স্বামীর আসন্ন-মৃত্যুক্ষেত্রে মৃত্যুরপর ব্যতীত পত্নীর পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; তবে যে স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই উত্তম স্বাস্থ্য থাকিতেও এরূপ সঙ্কল্প আদৌ হইত না তাহা বলা যায় না। নিম্নে এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার সন্নিহিত খড়দা নামক স্থানে রামহরি নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন, স্ত্রী তন্মধ্যে একটি ছিল পাগল ও একটীর সহিত তিনি কখনই সহবাস করেন নাই এবং অপরটীর গর্ভে একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রবতী স্ত্রীটি যৌবনে একদিন স্বামীর দেহ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, যে যদি তাঁহার পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয়ই তিনি সহমৃতা হইবেন। ব্রাহ্মণ পাটনায় চাকরী করিতেন তাই উক্ত স্ত্রীটি তাঁহাকেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন যে যদি কোনদিন পাটনাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় তবে যেন তাঁহার মৃতদেহ খড়দায় পাঠাইবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান।

ব্রাহ্মণের পাটনাতেই মৃত্যু হয়। তাঁহার নিদেশক্রমে তাঁহার তত্রস্থ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার মৃতদেহ একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া নৌকাযোগে খড়দায় প্রেরণ করেন। ঐ নৌকা খড়দার ঘাটে উপস্থিত হইলে সমস্তগ্রামে ঐ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং ব্রাহ্মণের অঙ্গীকৃতা পত্নী সহমরণে এক্ষণে ভীতা হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের ঐ পুত্র এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল, সে তাহার মাতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া বারম্বার সহমরণে তাঁহাকে উত্তেজিত করিল, এমন কি কঠোর ভাবে মাতাকে কত কটুকথা বলিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মাতা

সহমৃতা হইতে স্বীকৃতা হইলেন না, উপরন্তু তিনি ক্রন্দনরোলে পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। এদিকে, ব্রাহ্মণের সেই পাগলিনী পত্নীটী, ব্রাহ্মণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া সপত্নীকে সহমৃতা হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, স্বয়ং সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বহুলোকে তাহাকে মৃত্যুর ভীষণতা জানাইয়া নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইল; কিন্তু সে একান্ত জেদ করিয়া সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া ভীতা সপত্নীকে নানামতে তিরস্কার করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সেই অনাদৃতা দ্বিতীয়া পত্নীটীও সহমৃতা হইবার উদ্দেশে ব্রাহ্মণের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাত্র বিবাহের দিন ব্যতীত, কখনও স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে পরলোকে স্বামীর প্রেমলাভের আশায় সোৎসাহে সহমৃতা হইতে আসিলেন। তখন চারিদিকে সহমরণের উদ্যোগ আরম্ভ হইল এবং গঙ্গাতীরে চিতা সজ্জা করা হইল। পাগলিনীর পদদ্বয় এতাবৎ একগাছি শিকলে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইলে, পাগলিনী অগ্রসর হইয়া তাহার স্বামীর সেই গলিত ও বিকৃত শব প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উহা তাহার স্বামীর দেহ নহে, উহা একটী মৃত গাভীর দেহ এই কথা বলিয়া কিছুতেই ঐ শবের সহিত সহমৃতা হইতে চাহিল না। তখন সকলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ঐ সাধ্বী দ্বিতীয়া পত্নীর সহমরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।" *

সতী কেন হয়

কোনও কোনও পরিবারে সহমরণ প্রথা বংশানুক্রমিক ছিল, আবার কোনও কোনও বংশে এ প্রথার প্রসার আদৌ ছিল না। স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয় নিরক্ষর হিন্দু স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে প্রলুব্ধ করিত;—

* উন্মাদিনী স্ত্রীর সহমরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। ১৮১৩ অব্দের জানুয়ারী মাসে জেলা নদীয়ার অধীন বজরাপুর গ্রামে রঘুনাথ শর্ম্মার মৃত্যুতে, তাঁহার পাগলিনী পত্নী সহমৃতা হয়েন। এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। স্বামীর প্রতি আন্তরিক আনুরক্তি।

২। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরানাদি শাস্ত্র সমূহে সতীদাহের উচ্চ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী স্বামীকে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া, তৎসহ ত্রিংশসহস্র বৎসর স্বর্গভোগের বাসনা।

৩। আবহমানকাল প্রচলিত দেশগত বা বংশগত আচরিত প্রথা।

৪। মুহূর্ত্তের জন্য চিতানলে কষ্ট পাইয়া অনন্তকাল সুখভোগের পন্থা করা ও বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্যজনিত কঠোর ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ।

৫। প্রাতঃস্মরণীয়া সতী-সাধ্বীগণের মধ্যে অন্যতমা হইবার যশঃস্পৃহা।

৬। জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস ও তজ্জনিত জীবনের প্রতি মমতারাহিত্য।

পতির মৃত্যু হইলে যে সকল স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন, তাঁহাদের মনে নানা চিন্তা ক্রীড়া করিত। তাঁহারা ভাবিতেন; "স্বামীর মৃত্যুর পর

সতীর মনোভাব

স্ত্রীর আর পৃথিবীতে থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পুত্রাদির স্নেহ ও ভক্তি কখনই পতিপ্রেমের অনুরূপ হইতে পারে না। যে গৃহে এতদিন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলাম, এখন সেখানে একরূপ নগণ্যা হইয়া থাকিতে হইবে; বিশেষ বৈধব্য যন্ত্রনাভোগ করিয়া সারাজীবন দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা ক্ষণিক জ্বালা সহ্য করিয়া অনন্তকালের জন্য জুড়ান ভাল। মৃত্যু যন্ত্রণা, সে তো একদিন ভোগ করিতেই হইবে, তবে এমন স্বর্গপ্রাপ্তির শুভ যোগ ত্যাগ করিব কেন? আমার পূর্ব্বে কত শত শত সতী-সাধ্বীতো এমনি করিয়া চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তবে আমার ভয় কি?"—এতো গেল যাঁহারা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন তাঁহাদের উক্তি। কিন্তু স্থানে স্থানে যেখানে অর্থের আশায় বা কুলটা স্ত্রীর হস্ত হইতে বংশের

মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ধীরভাবে সহমরণের নামে স্ত্রীহত্যা হইত, সেখানে সহমরণ বীভৎস্য ব্যাপারে পরিণত হইত। কিন্তু, ইচ্ছাকৃত সতীর তুলনায় এরূপ সতীদাহের দৃষ্টান্ত বিরল। পরন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যখনই কোনও স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার সংকল্প প্রকাশ করিতেন, তখনই, তাঁহার পুত্র কন্যাদি আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। * তাহাতে তাঁহারা কখনও সফলকাম হইতেন কখনও হইতেন না।

---

* "Violance was seldom used to compel woman to ascend pile, nay that after she has declared her resolution, her freinds use various arguments to discover whether she be likely to persevere or not. (If she goes to water side and then refuse to burn, they consider it a disgrace to family). It is not uncommon for them to demand proof of her resolution by obliging her to hold her finger in fire if able safe, if otherwise they remain deaf to whatever she says".

Vide Ward's Hindu Mythology p. 113.

"But with a very rare exception, the Suttee has been a voluntary victim"--The Quarterly Review Vol. 89-1851 p. 262.

"In all cases they are understood to be willing victims."

History of the Punjab Vol. I p. 170.

"Abul Fozel informs us that-"all his wives embrace the corpse and notwithstanding their resolutions advice them against it, they expire in flames with greatest cheerfulness."

Ayeeni Achbury V. p. 529.

Col. Tod taking nearly the same view of the subject says in his Rajstan Vol. I Chap. XXIV, "that the stimulant of religion requires no aid even in the timid female of Bengal,who,relying on the promise of regeneration lays her hand on the pyre with the most phylosophic composure."--Dibois Description of the manners etc of the people of India. pp 240-45. Also Vide Hindu p. 297.

যে স্থলে সতী কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিতে চাহিতেন না, সে স্থলে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতানলের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি সহমৃতা
পরীক্ষা
হইতে পারিবেন কিনা, শেষে চিতাভ্রষ্টা হইয়া বংশে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিবেন কিনা, তাহারই পরীক্ষার্থ তাঁহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখায় দগ্ধ করিয়া দেখা হইত। যদি অম্লান বদনে এই যন্ত্রণা তিনি সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন, তবেই তাঁহার সঙ্কল্পে সকলে যোগদান করিত; অন্যথা বল প্রয়োগে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হইত বা ক্বচিৎ কাহাকেও জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হইত। কোনও কোনও স্থলে এমনও দেখা গিয়াছে যে অল্পবয়স্কা বালিকা বা অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবা হইলেও এই কঠোর অগ্নি পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পাইত না।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সন্নিহিত বড়িষা নামক স্থানে একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা সহমৃতা হয়েন। তিনি চিতাগ্নির নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন কিনা তাহাই পরীক্ষার্থ, শ্মশানে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং এই কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে সহমরণে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। *

১৮০৪ অব্দে উলা নিবাসী হরিনাথ শর্ম্মার মৃত্যুতে তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। যখন স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন, ঐ বালিকা পাড়ায় ছোট ছোট বালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বালিকা তাহার অত্যাচারী খুড়ীর নিকট তিরস্কৃতা হইয়া মরণে কৃতসংকল্পা হইয়াছিল। এক্ষণে এইরূপে মৃত্যুর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সে আত্মীয় স্বজনের কোন কথাই না শুনিয়া সহমরণের জন্য

---

* Ward's Hindu Mythology p-108

প্রস্তুত হইল। কথিত আছে বালিকা চিতায় স্বামীদেহ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবা মাত্র তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। তথনও চিতাগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হয় নাই বা আদৌ তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই। এই ব্যাপারে সতীশিরোমণি বলিয়া বালিকার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল, কেননা, তৎকালে লোকের ধারণাছিল যে,—যে রমণী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনিবামাত্র বা চিতাগ্নি দেহস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে সেই সতী শিরোমণি বলিয়া স্বর্গে পূজিতা হয়।

গলিত দন্ত, পলিত কেশ, লোলচর্ম্ম, চলচ্ছক্তিহীনা, অশীতিপর বৃদ্ধা, যে আর কিছুদিন মাত্র এই ধরাধামে জীবিত রহিত তাহারও এই অগ্নি পরীক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার ছিল না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপাল ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়স্কা সহধর্ম্মিনী এই অগ্নি পরীক্ষা দিয়া জ্বলচ্চিতারোহণ করেন।

১৮০৯ অব্দে শান্তিপুর নিবাসী রামচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী, ঐরূপ পরীক্ষান্তে সহমৃতা হয়েন। *

নদীয়া মাটিয়ারী নিবাসী নারায়ণ চন্দ্র মল্লিকের নবতী বর্ষ বয়স্কা সাধ্বী সহধর্ম্মিনী স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন।

সতীদাহ বীভৎস আকার ধারণ করিত যথন কোনও একটী পুরুষের মৃত্যুতে তাহার অসংখ্য স্ত্রীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার চিতানলে আহুতি দেওয়া হইত। তথন দেশে কৌলিন্য প্রথার বহুল প্রসার থাকায় এক একজন পুরুষ বহু রমণির পাণীগ্রহণ করিত আর সেইরূপ একটী পুরুষের মৃত্যুতে অসংখ্য রমণীকে চিতানলে আহুতি দেওয়া হইত। কেননা, তথন

* Ward's Hindu Mythology p.-109.

রমণীগণের স্বাভাবিক পত্যানুরাগ অপেক্ষা সামাজিক রীতি ও শাস্ত্রের অনুশাসন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া সামাজিক এই প্রথায় ইন্ধন সংযোগ করিতেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বিতীয় সংস্কৃত শিক্ষক রামনাথ উলাগ্রামে সংঘটিত এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উলা নিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ১৩ জন স্ত্রী সহমৃতা হয়েন। ঐ ব্যক্তির সুবৃহৎ চিতা বহু স্ত্রী কবলিত করিয়া ভীষণ বেগে প্রজ্জলিত হইলে তাঁহার আর একটী পত্নী সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্নানাদি সমাপনান্তে যখন চিতা সমীপে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় তিনি পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মাতার এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঠেলিয়া চিতায় নিক্ষেপ করিলেন। ঐ হতভাগিনী তখন অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ, সমীপবর্ত্তিনী তাহার অপর এক সপত্নীকে জড়াইয়া ধরিল এবং ঢালুনদী তটে তখন উভয়ে গড়াইয়া গড়াইয়া বেগে প্রজ্জলিত হুতাসনে যাইয়া পড়িল এবং উভয়েই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মার্শম্যান ও কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্ম্মচারী গোপীনাথ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণনা করিয়াছিলেন;—১৭৯৯ অব্দে নদীয়া বাঘনাপাড়া গ্রাম নিবাসী অনন্ত রাম শর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় ৩৭ জন পত্নী সহমৃতা হয়েন। অনন্তরাম কুলীন বিধায় একশত বিবাহ করিয়াছিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে প্রথমে তিনজন স্ত্রী স্বামীর দেহালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করেন; কিন্তু চিতাগ্নি ক্রমাগত ইন্ধন সংযোগে তিন দিবস প্রজ্জলিত রাখা হয় এবং দূর-দূরান্তর হইতে একে একে যেমন স্ত্রীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তেমনি